প্রশ্ন ঃ চতুরঙ্গ উপন্যাসের পরিচয় দিন।

উঃ ১৯১৬ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে এটি 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় জ্যাঠা মশাই', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রী বিলাস' পর্ব নামে প্রকাশিত হয়েছিল। চারটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি বিধৃত হলেও মূলত এই উপন্যাসের নায়ক শচীশের আত্মানুসন্ধান ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের আশ্রয় স্থল যে কর্ম বাদ এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ শচীশ-দামিনীর আখ্যান রচনা করেছেন।

রচনাশৈলীর দিক থেকে উপন্যাসটি অভিনব। সাধু ভাষায় রচিত হলেও রীতি ভঙ্গিতে চলিত ভাষার মুক্তি অনুভব করা যায়। কোন আত্মকাহিনি বা ডাইরি ধর্মী রচনা নয় , পরিবর্তে চরিত্রগুলি নিজের আঁতের কথা নিজেরাই ব্যক্ত করেছেন।

কাহিনি অনুযায়ী জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুতে শচীশের কর্মতৎপরতা থেমে গেল। শচীশের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণকে কেন্দ্র করে দামিনীর যে ক্রিয়াকলাপ তা পাঠককে আকৃষ্ঠ করলেও শচীশের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি। শ্রীবিলাসকে দামিনী বিয়ে করলেও শচীশের দেওয়া আঘাতকে ভুলতে পারে নি। গল্পরসের দিক থেকে, আঙ্গিকের দিক থেকে, রূপ ও অরূপ তত্ত্বের মানবিক প্রয়োগে উপন্যাসটি অসাধারণ। তাই ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত মন্তব্য করেছেন – 'রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভাল লেখাগুলির একটি চতুরঙ্গ।'

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন ঃ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে জ্যাঠামশাই চরিত্রের ভূমিকা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করুন।

উঃ রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে জ্যাঠামশাই অর্থাৎ জগমোহন মল্লিক চরিত্রটি প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বৈষ্ণব বংশে তাঁর জন্ম হলেও তিনি 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাসী। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর বিশ্বাসকে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেও চেয়েছেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁকে যন্ত্রণা পেতে হয়েছে। মুসলমান চামারদের পংক্তি ভোজন করিয়ে তিনি যেমন আস্তানা হারিয়েছেন তেমনি দেবত্ব সম্পত্তির ভোগদখল থেকে বঞ্চিত হয়ে চূড়ান্তভাবে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য শেষ বয়সে হেডমাস্টারী করার সুযোগ পেয়ে যেমন তার অন্ন সংস্থান হয়েছে তেমনি শচীশের মতো ভক্ত শিষ্য পেয়েছেন।

এটা ঠিক যে ব্যক্তিগত ভাবনার উর্দ্ধে উঠে যারা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে জীবনের আদর্শ মনে করেন তাদের জীবন আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো সহজ নয়। উদার এবং মানবিক গুণের অধিকারী হলে সমাজের হিত সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে দেখলে অনেক সময় এই ধরনের চরিত্রগুলিতে যান্ত্রিক ও হৃদয়হীন মনে হতেই পারে। নিজে সংসারধর্ম গ্রহণ করেননি। তবে শচীশকে পেয়ে পিতৃত্বের সাধ মিটিয়ে নিয়েছেন। শচীশকে দিয়েছেন উদার ও মুক্ত মনের অনাবিল আনন্দের শিক্ষা। একটা সময় তাদের সম্পর্কে গুরু-শিষ্যের দূরত্ব অতিক্রম করে বন্ধুত্বের দ্বারে পৌঁছেছে। হয়ত এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনে একটা ছায়া জগমোহনের উপর পড়েছে বলেই মনে করা হয়। শচীশ চরিত্রটি ব্যক্তিত্বের উন্নিত হওয়ার মূলেও আছে এই জ্যাঠামশাই এর চরিত্রটি।

জ্যাঠামশাই চরিত্রে মানবিক বিবেচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ননীবালা। সমাজের একটি লাঞ্ছিত মেয়েকে যখন কেউ আশ্রয় দিতে চায়নি তখন নির্দিধায় তাকে মাতৃ সম্বোধন করে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। উদার মনের মানুষের কাছে ধর্মের কুটবুদ্ধি কখনইপ্রভাব ফেলতে পারে না। এক সময় ননীবালার নারীত্বের সম্মানকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য শচীশের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ননীবালা জ্যাঠামশাইকে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আত্মত্যাগ করেছিল। কিন্তু জ্যাঠামশাই ক্রোধে ফুঁসে উঠেছিলেন।

জ্যাঠামশাই চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যাকে সত্য মনে করেছেন তাকেই বেছে নিয়েছেন এবং সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মদানে তাঁর এতটুকু কৃপণতা নেই। প্লেগের অত্যাচারে যখন কলকাতার মানুষ দিশেহারা তখন তিনি তার সামান্য সঞ্চিত অর্থ নিয়ে যুবক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে আর্তজনের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর নিজের তৈরি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করতে হল। তিনি মৃত্যুর আগে বলে গেলেন -- "এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিস চুকাইয়া লইলাম . . ."।

নিজের শেষ সম্বল বাড়ির একটা অংশ শচীশকে দান করে গেলেন। তবে শর্ত হিসাবে এ বাড়িতে কোনদিন পূজা অর্চনা হবে না। তার নিচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট স্কুল বসবে।

এইভাবেই জ্যাঠামশাই চরিত্রটি চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্র আদর্শের বাহন হয়ে উঠেছে।

—o—

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে গঠন আলোচনা কর।

গঠনরীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি অভিনব এবং অসাধারণ শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। উপন্যাসের বাইরের গঠনে চারটি অঙ্গ আছে। চারটি প্রধান চরিত্রের জবানীতে উপন্যাসের কাহিনি বিধৃত। চার অঙ্গের প্রথমটিতে বক্তব্যবিষয়ের ভিত্তি প্রস্তরের আঙ্গিক রচনা করা হয়েছে। তার স্বয়ং সম্পূর্ণ চরিত্র হিসাবে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে শুধু প্রভাবিত করে নি তা আর তিনটি চরিত্রকেও ধরে রেখেছে। শ্রীবিলাস এই উপন্যাসের কথক। লেখক যে ফর্মাটে এটিকে গেঁথেছেন তার মধ্যে একমাত্র জ্যাঠামশায় অংশে কিছুটা দুর্বলতা আছে। তবে সামগ্রিক বিচারে এ ত্রুটিকে উপেক্ষা করতেই হয়।

উপন্যাসটিকে চারভাগে ভাগ করলে দেখা যায় জ্যাঠামশায় ৬ টি অধ্যায়ে ১২ পৃষ্ঠার মতো অংশ জুড়ে ; শচীশ ১০ টি অধ্যায়ে ১০ পৃষ্ঠার মতো অংশ জুড়ে ; দামিনী ৬টি অধ্যায়ে ১১ পৃষ্ঠার মতো অংশ জুড়ে আর শ্রীবিলাস ৫ টি অধ্যায়ে ১২ পৃষ্ঠার মতো অংশ জুড়ে আছে। বোঝাই যায় যে শচীশের ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তাই সে নায়ক।

চরিত্রগুলিকে রবীন্দ্রনাথ অন্তর্মুখী বিশ্লেষণধারায় অবচেতনের উদ্‌ঘাটন এবং তদনুযায়ী তার প্রতীকধর্মী ভাষানুষঙ্গের সংক্ষিপ্ত-সংহত ভাবে প্রকাশ করেছেন। অনেকেই মনে করেছেন যে এই উপন্যাসে গল্পের ধারাবাহিকতা আকস্মিক ও অতিনাটকীয়। কিন্তু তাঁদের এ বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানে ততটা বিবরণ নেই, অনেকটা প্রতীককে অবলম্বন করা হয়েছে। এই ধরনের উপন্যাসে স্বল্পায়তনের পরিনিতিত্বকে বাস্তবধর্মের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের রীতিতে তিনি আকস্মিকতা ও প্রতীকতাকে সামনে রেখে উপন্যাসের গঠন পরিকল্পনা করেছেন।

উপন্যাসের শেষ অংশের বক্তা শ্রীবিলাস। পৃথকভাবে অংশটিকে নিয়ে অন্যগল্পও লেখা যেত। তবে শচীশ-দামিনীর হৃদয় ঘটিত একটি প্রেমের পরিণামের আভাষ এখানে আছে। দামিনীর মৃত্যুতে এই অংশের সমাপ্তি। দামিনীর জীবনের দুটি পর্ব-- প্রথম পর্বে স্বামীর আচরণধর্মে বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে। ভারতীয় সমাজে নারীর উপর যে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ করা হয় দামিনী তার ঘোর বিরোধী। পাতিব্রতের ধর্ম নিয়ে স্বামীর অনুগামী হতে চায় নি। প্রখর আত্মমর্যাদা জ্ঞান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার আপোষহীন লড়াই তাকে ব্যক্তিত্বে উন্নীত করেছে।

পরিশেষে বলা যায় উপন্যাসটি গঠনগত দিক থেকে অভিনব এবং যথার্থ শিল্প সফল। যদিও নীহাররঞ্জন রায়ের মতো রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা 'মহৎ উপন্যাস' বলে এটিকে মেনে নেন নি। তাঁর মতে এর 'জীবনদর্শন খণ্ডিত'। আসলে রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা দিককে এই উপন্যাসে বেছে নিয়ে এক প্রকার আধুনিক উপন্যাসের পথ নির্দেশ করেছেন।

চতুরঙ্গ উপন্যাসে গুহা প্রতীকের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য ঃ

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ উপন্যাসে দ্বিতীয় অঙ্গে অর্থাৎ শচীশ নামাঙ্কিত অধ্যায়ের শেষের ১০ নম্বর পরিচ্ছেদটিতে এই উপন্যাসের বহুচর্চিত গুহাচিত্রটি বর্ণিত হয়েছে। শচীশের ডায়ারিতে এর বর্ণনা পাওয়া যায়। আসলে এই অংশটি প্রতীক হিসাবেই উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে। গুহার অন্ধকারটা যেন একটা জান্তব মূর্তি, তার ভিজা নিশ্বাস যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তুর নিশ্বাস। তার চোখ কানহীন মস্ত একটা ক্ষুধা, এমন নরম বলেই এমন বীভৎস। সেই ক্ষুধার পুঞ্জ ইত্যাকার শব্দ-পদ গঠনের প্রতীকতায় বাস্তব নিশ্চয় সম্প্রসারিত হয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, কবি বলেই তিনি তাঁর গদ্যের ভাষাতেও প্রতীকের যথার্থ প্রয়োগ করেছেন।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন ঃ চতুরঙ্গ উপন্যাসের নামকরণে যে চারটি চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে কোন্ চরিত্রটিকে আপনার সর্বাধিক বাস্তব বলে মনে হয় ? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখান।

উঃ 'চতুরঙ্গ উপন্যাসে যে চারটি চরিত্রকে নিয়ে উপন্যাস গড়ে উঠেছে সেগুলি হলো শচীশ, শ্রীবিলাস, দামিনী ও জ্যাঠামশায়। শচীশের আত্মানুসন্ধানের পথ ধরেই উপন্যাসের প্লট গঠন করা হয়েছে। চতুরঙ্গের মতো ক্ষুদ্রাকার উপন্যাসের সব আয়োজনই শচীশ-কেন্দ্রিক। এক অর্থে তাঁর আত্মসাধনার দলিল এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মানুসন্ধানই তার প্রক্রিয়া- যা এক অর্থে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। শচীশের মতো ছেলে আমাদের সমাজে অপ্রতুল নয়। তাই মনে হয় শচীশ চরিত্র রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে অনুসরণ করেছেন।

ঋজু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রকৃতির ছেলে নয় শচীশ। স্বভাবের গভীরে আত্ম-দুর্বলতা ও দ্বিধা তাকে কেবলই পীড়ন করে। এই পীড়া প্রবল হয়েছে দামিনী পর্বে এসে। দামিনীর প্রবলতম প্রণয়তৃষ্ণার কাছেও এজন্য শচীশ দাঁড়াতে পারে না, কেবলই দোল খায়। ঐ দোলাচল প্রেমের পক্ষে যাচ্ছে বলে আমরা হয়তো পীড়া বোধ করি না, চরিত্রটির এই দোলাচল বৃত্তিকে বাস্তব বলে মনে হয়।

জগমোহনের মৃত্যু নিরালম্ব করে দিয়েছে শচীশকে। বিপ্লবী জগমোহনের লালনেও পূর্ণ আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে নি সে। শচীশের ভূমিকার দ্বিতীয় অংশ একেবারেই অনাকর্ষণীয় হয়ে পড়তো, যদি দামিনীর সান্নিধ্যে স্বাভাবিক চিত্তচাঞ্চল্যের শিকার না হতো শচীশ। এখানেও আছে বাস্তব অনুসরণ

এমনই এক দ্বিধাগ্রস্ত দিশাহীন চরিত্রের কাছে দামিনীর মতো মেয়ে প্রবল পিপাসা নিয়ে হাজির হলে চিত্তভূমিতে ঝড় তো উঠবেই। এই পর্বের চিত্তচাঞ্চল্যের বিক্ষিপ্ত অংশগুলি ভীষণভাবে মানবিক।

(শচীশের নিজেকে নিয়ে গুছিয়ে বসার এই মুহূর্তে দামিনীই হ'ল আসল ব্যবচ্ছেদের শক্তি। দামিনীর প্রবল পিপাসার মুখোমুখি হয়েছে শচীশ কয়েকবার। একবার তারই শয়নঘরে দামিনীর মাথা খোঁড়ার দৃশ্যের আচম্বিত অভিজ্ঞতায়, দ্বিতীয়বার গুহায় দামিনীর বাসনাপরবশ আত্মদানের চেষ্টায় ও তৃতীয়বার দামিনীরই শয়নকক্ষের দ্বারপ্রান্তে উদ্‌ভ্রান্ত শচীশের পরাভূত আত্মসংযমের মুহূর্তে। দামিনী বিজয়িনী, সে শচীশকে না পেলেও প্রমাণ করিয়ে ছেড়েছে শচীশেরও চিত্তে সে ঝড় তোলার ক্ষমতা রাখে। শচীশের তৃতীয় পর্বের সাধনার সূত্রপাত করেছে দামিনীই। নবীনের স্ত্রী যখন বিবাহের মধ্য দিয়ে স্বামী ও সহোদরা ভগ্নীর প্রণয় পর্বের ইতি ঘটিয়ে আত্মদানে ব্যর্থতার জ্বালা জুড়ালো, দামিনী রসবাদের উৎসাহী সাধক শচীশের কাছে রাখলো এক চূড়ান্ত জিজ্ঞাসা — 'রস যে কী সে তো আজ দেখিলে ? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান ; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ ? .....ওই যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল।' দামিনীর এই প্রশ্নের কাছে নিয়মশাসনহীন মানসিক স্বেচ্ছাচারের রূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে। মানবকল্যাণব্রতে দীর্ঘকালের অভ্যস্ত শচীশের কাছে রসপন্থার মানবকল্যাণবাদী ভূমিকা সম্বন্ধে এই প্রশ্ন তোলা তার সুপ্তবিবেককে জাগ্রত করার পক্ষে যথেষ্ট।

শচীশের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে গুরুবাদ ছাড়াই শুধু আত্মোপলব্ধির সামর্থ্যে। উদ্‌ভ্রান্ত শচীশ এই সময় দুই জ্বালায় জ্বলছে। তার এতদিনের আত্মানুসন্ধানের লক্ষ্যভূমি এখনও অনর্জিত, ভীষণভাবে জীবন্ত দামিনীর প্রত্যক্ষ পিপাসার দংশন আজও তাকে অস্থির করে। শচীশ এই পর্বে ক্রমেই অসামাজিক হয়ে উঠেছে। দামিনীর জীবন্ত অস্তিত্বকে কোন বিবেচনা শক্তি দিয়েই ঠেকানো চলছে না, আত্ম প্রতিরোধ ও সংযমের দুয়ার ভেঙে পড়তে চাইছে বলেই কি আত্মমগ্ন শচীশ পলায়ন করতে চেয়েছে সংসর্গের জগৎ থেকে। আত্মশক্তির জোরে শচীশ দামিনীর হাত থেকে মুক্তি পায় নি। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই বাস্তবকে অনুসরণ করেছেন।)

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনী চরিত্রটি আলোচনা কর ।

উঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ' চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনী চরিত্রটিকে নামের অর্থে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। প্রতিবাদী মানসিকতা নিয়ে জীবনাকাঙ্ক্ষায় সে বিদ্যুতের মতোই চিত্তকে ছুঁয়ে গেছে। তার চাঞ্চল্য ও গতিশীলতা বিদুতের মতোই। দামিনীর জীবনের দুটি পর্ব-- প্রথম পর্বে স্বামীর আচরণধর্মে বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে। ভারতীয় সমাজে নারীর উপর যে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ করা হয় দামিনী তার ঘোর বিরোধী। পাতিব্রতের ধর্ম নিয়ে স্বামীর অনুগামী হতে চায় নি। প্রখর আত্মমর্যাদা জ্ঞান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার আপোষহীন লড়াই তাকে ব্যক্তিত্বে উন্নীত করেছে।

দ্বিতীয় পর্বে শিবতোষের ধর্মীয় দস্যুতার জবাবে তার অসহযোগ তাকে স্বাতন্ত্র্য রূপে চিনিয়ে দেয়। শিবতোষ তার বিদ্রোহকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য শাস্তিমূলক উপায় হিসাবে সম্পত্তির সঙ্গে তাকে গুরুপদপ্রান্তে অর্পণ করে গেলেও কোন শক্ত জালে তাকে আবদ্ধ করা যায় নি। বিরোধের উচ্চকিত আত্মঘোষণার মধ্য দিয়েই জন্ম নিল তার প্রেম। শচীশের আত্মবিভোর রূপের কাছেই সে নত হতে চাইলো। দামিনী তার প্রণয় কলার মধ্য দিয়ে শচীশকে বাঁধতে চাইলেও শচীশ -- ' ছুটিয়া ফিরিয়া গেল'।

এরপর সে লীলানন্দের ভ্রমণসঙ্গী হয়েছে। আসলে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে সে প্রণয় কলায় এক চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। শচীশের আত্মমগ্ন ধ্যানকে চুরমার করার জন্য শ্রীবিলাসের সাহচর্য নিয়ে তাকে আকৃষ্ট করেছে। দামিনীর এই নতুন খেলায় আহত শচীশ আত্মমীমাংসার জন্য কিছুদিন ভ্রমণে বের হলো। শেষে তাদের নিত্য সাধনায় যোগ দিতে অনুরোধ করলো। শচীশ দামিনীর বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে বলল -- " দামিনী ! দামিনী ! .... দামিনী তখনই নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, আমাকে হুকুম করো তুমি। ... শচীশ বলিল , আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও , অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।" নবীনের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে দামিনী শচীশের সাহচর্যের নতুন পথ বেছে নেয় -- শচীশকে সে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে , কারণ জানতে পারলো প্রেমের উগ্রতায় শচীশকে বাঁধা যাবে না। শচীশের মন এই পর্বেও তার বিরুদ্ধতা করেছে। তবে জয় হয়েছে দামিনীর -- তার প্রেমের।

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ' উপন্যাসে সমাজদৃষ্টি ঃ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন -- " দামিনীর জীবনের সবচেয়ে মুহূর্ত হলো তার দ্বিতীয় বিবাহোত্তর সাংসারিক জীবন। আশ্রয় সৌভাগ্যের চূড়ান্ত সীমানায় সে দাঁড়িয়ে। কোন মানসিক অত্যাচার নেই, হিসাবী পরিপূর্ণ স্বামীত্বের কাছে সমাদৃত সম্মানীয় আসনে সে আসীনা।" কিন্তু পরিচর্যা দিয়ে , দায়িত্ব পালন করেও ,ভক্তিভরে নত থেকেও সে শ্রীবিলাসের অপূর্ণতা পূরণ করতে পারেনি। আসলে সংরক্ষিত প্রণয় বেদনার ভাগ সে শ্রীবিলাসকে দিতে চায় নি। মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়েই সে আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাই দামিনী চরিত্রটি সজীব চরিত্র।

Scanned by CamScanner